দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

021

দশ মাস বেতন নেই

চাকরি আছে, বেতন নেই। দৈনিক বাংলায় চারজন প্রাথমিক শিক্ষকের খবর দেয়া হয়েছে। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার চারজন শিক্ষক ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুলাই নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। তারা কাজেও যোগদান করেছেন। কিন্তু বেতন পাচ্ছেন না। বেতনের বিল পাস না হওয়ার যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তা আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নয়।

এমন ঘটনা অন্য ক্ষেত্রে ঘটছে না তা নয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ে কতকগুলি অপ্রীতিকর কাহিনী আজ প্রচারিত সারাদেশে। প্রাথমিক শিক্ষকেরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সরকারী কর্মচারী। এখন নিয়মিত বেতন পান। বেতনের জন্য ছাত্র বেতন বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্ণা দিতে হয় না। গ্রামে নিজের বাড়িতে বা এলাকায় থেকে এমন চাকরি আজকের বাজারে পাওয়া কঠিন। এছাড়া বেতনও অন্যান্য চাকরির তুলনায় কম নয়। ফলে এ চাকরি আজ আকর্ষণীয়। এককালে কোনমতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কেউ কেউ বা প্রশিক্ষণ নিয়ে এ চাকরিতে ঢুকত। সাধারণত শিক্ষিত ছেলেদের এ চাকরি ছিল না-পছন্দ। এখন এ চাকরির জন্য দেন-দরবার করতে হয়। অনেককে খুশী রাখতে হয়।

এ পরিস্থিতি একেবারে সাম্প্রতিক কালের নয়। চাকরি হিসাবে প্রথম শিক্ষকের পদ আকর্ষণীয় হওয়ার পর থেকে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়েছে। দেনদরবার প্রাত্যহিক চিত্র।

অথচ সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের একটি মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। চাকরি পাওয়া আর চাকরি রক্ষাই এখন অধিকাংশ শিক্ষকদের ধ্যান এবং জ্ঞান। পড়ানো বা পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি এখন আর শিক্ষকতার আবশ্যিক শর্ত নয়। কারণ দশ মাস বেতন না পেলে শিক্ষকতার মানসিকতা নিঃসন্দেহে উবে যাবেই অথচ এমনি ঘটনা ঘটছে দেশের বহু এলাকায়। সংশ্লিষ্ট মহল একটু সতর্ক হলে এ পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।